ফি ল হা ল

ক্ষয় ও জয়ের গল্প

শরীফ মুহাম্মদ
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আলকাউসার
বিভাগীয় সম্পাদক, দৈনিক আমার দেশ

রাহনুমা প্রকাশনী ™

সূচিপত্র

দু-গল্পের দুই জগৎ » ১১
ছোট কেয়ামতের 'আপন ভুবন' » ১৪
গানের সঙ্গে মৃত্যু » ১৭
দুই বাসশ্রমিকের সাদা মন » ২০
মাদকের শিকার পুলিশ! » ২৩
অনুতাপ ও অশ্রুর স্রোত » ২৭
বিপন্নদের সাহায্যে নাচগান! » ৩০
হাফেজ খলিলের পথ অনুকরণীয় » ৩২
গায়ের জোরে কবর বুকিং » ৩৪
শান্তির জন্য চাই সর্তকতা » ৩৭
অলিম্পিক ভাইরাসে চোখের ভোজ » ৪০
দ্বীন অনুশীলনের বিকল্প নেই » ৪৩
কন্যার পিতা কারাগারে » ৪৬
বোরকা : নারী অস্তিত্বের অধিকার » ৪৯
রিপুর জিহ্বার পানি তো শুকায় না! » ৫৩
কৌশলযুক্ত বিয়ের আগে-পরে » ৫৬
ট্রেনপথের ভালোমন্দের এক ঝলক » ৬০
বারবার না আসুক উম্মার জীবনে পলাশী » ৬৩
শিক্ষাগ্রহণ ও সংযমের উপায় » ৬৬
একজনকে নিয়ে হুজুগে কী লাভ! » ৭১
জীবনের মূল্য ও জীবননাশের বিচার » ৭৪
ক্ষমতাদর্পীর বন্দিত্ব সবার জন্য পাঠশালা » ৭৭
সন্তান-হন্তারক পরকীয়ার গল্প » ৮০

ডাকাতদের বীরত্ব চলছেই » ৮৩
আল্লাহর দরবারে আত্মসমর্পণই পথ » ৮৬
চিকিৎসকের উজ্জ্বল মুখ! » ৮৮
ইতিবাচকতার পথে কেন নয়? » ৯১
চাই যোগাযোগ ও বোঝাপড়া » ৯৪
দায়বদ্ধতা কার কাছে? » ৯৮
সরিষার দানায় দানায় ভূত! দুধের ঘষায় ঘষায় বিষ! » ১০১
ঈদের দিনে দেখতে চাই ইসলামী ভ্রাতৃত্বের চেহারা » ১০৪
চূড়ান্ত চারিত্রিক দুর্ঘটনা বন্ধের পথ নেই! » ১০৬
সন্তানের ক্ষুধা সইতে না পেরে আত্মহত্যা! » ১০৯
ক্ষয় ও অবক্ষয়ের গল্প » ১১২
সেবা কিংবা চাকরির পার্সেন্ট! » ১১৫
টাকার তোষক, টাকার বালিশ, টাকাই হবে ঠিকানা! » ১১৯
মেধা প্রয়োগের সুন্দর নজির » ১২২
জীবনব্যাপী আত্মসমর্পণের ডাক » ১২৫
কেমন নিষ্ঠুরতার খেলা! » ১২৮
স্বীকারে কী হবে, দরকার পদক্ষেপ » ১৩১
'বিধি মোতাবেক' ব্যবস্থার নমুনা » ১৩৪
অশ্লীলতার রকমফের » ১৩৭
দায়মুক্তির চেষ্টা সবার দরকার » ১৪০

দু-গল্পের দুই জগৎ

দুজন মায়ের দুটি চিত্র। দুটি গল্প। একই দিনে ছাপা হয়েছে। দুটি সংবাদপত্রে। ১০ মের *নয়াদিগন্তের* ১০-এর পাতায় ছাপা হয়েছে একটি গল্প। গল্পের শিরোনাম : 'মাকে খুঁটির সাথে বেঁধে পিটিয়েছে সন্তান'। তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে জন্মদাত্রী মাকে ঘরের খুঁটির সাথে বেঁধে মারধর করার রিপোর্টটি এসেছে বরিশালের আগৈলঝাড়া থেকে। জানা গেছে, উপজেলার আন্ধারমানিক গ্রামের অবনী জয়ধরের ছেলে কোদালধোয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক অপূর্বলাল জয়ধর মাঝে মধ্যে তার মা লেবুরানীকে (৬০) মারধর করত। লেবুরানীর স্বামী অবনী জয়ধর জীবিত থাকলেও তিনি ছেলের কাছে অসহায় হয়ে পড়েন। গত মঙ্গলবার তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে ঘরের ভেতরের খুঁটির সাথে বেঁধে মারধর করায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন লেবুরানী। পরে নাতি দীপ্ত ঘরে গিয়ে রশি কেটে দেয়। চিকিৎসার পর লেবুরানীর জ্ঞান ফিরে আসে।

এ গল্পটি একজন দুঃখী মায়ের। খবরটি এক পাষণ্ড পুত্রের। পুত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। শিক্ষার কী 'অপূর্ব' উপহারই না তিনি মাকে দিচ্ছেন! দেখলে, জানলে স্তম্ভিত হয়ে

নীচে নামার গল্পগুলো সমাজসংসারকে নিশ্চিতভাবেই দূষিত করে। পক্ষান্তরে উপরে যাওয়ার গল্পগুলো সমাজকে সুখী করে, অনুপ্রাণিত করে, সুন্দরের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

যেতে হয়। সমাজে কত রকম হিংস্রতার ঘটনাই ঘটছে। কত নির্মমতাই তো সহনীয় হয়ে যাচ্ছে। তা-ই বলে খুঁটিতে বেঁধে আপন মাকে প্রহার! মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলা!! কীভাবে সম্ভব! আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এ-রকম অসম্ভব খবর এখন প্রায়ই ছাপা হচ্ছে। সমাজ কি তাহলে ভয়ঙ্কর কোনো অভিশপ্ত খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে? হতাশাব্যঞ্জক প্রশ্নটির উত্তর হয়তো খুবই দুরূহ। কিন্তু একইসঙ্গে এটিও একটি প্রশ্ন যে, মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক কি সব ক্ষেত্রেই এরকম হৃদয়কাঁপানো পর্যায়ে নেমে গেছে? কোথাও কি কোনো হৃদয় ছুঁয়ে-যাওয়া আশাব্যঞ্জকতা নেই? প্রশ্নটির উত্তর জানতে আমরা আরেকজন মায়ের গল্পের দিকে যেতে পারি।

১০ মের *প্রথম আলোর* ৩-এর পাতায় এসেছে। মা আর পুত্রেরই গল্প। শিরোনাম : 'এ যুগের বায়েজিদ বোস্তামি!' রিপোর্টটি এসেছে পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া থেকে। ওই খবরের প্রথম প্যারাটি এরকম : 'শতবর্ষী ঊষা রানী মজুমদার বার্ধক্যজনিত কারণে চলাফেরা করতে পারেন না। প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার সড়কটি যানবাহন চলাচলের অনুপযোগী হওয়ায় আট কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে চিকিৎসকের কাছে যেতে হয়। গত সাত বছর ধরে এই মাকে বাঁশের ডালায় তুলে মাথায় করে চিকিৎসকের কাছে নেওয়ার কাজটি করছেন ছেলে বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার।'

শতবর্ষী এক সুখী মায়ের গল্প এটি। অসুস্থ মা রোগ শয্যায় শায়িত। তবুও পুত্রসুখে তিনি সুখী। কারণ, মায়ের সেবায় নিবেদিত একটি পুত্রের তিনি জননী। শেষ বয়সে তার সেবা ও চিকিৎসায় ওই পুত্র নিজের সব সামর্থ্য উজাড় করে দিচ্ছেন। না, তার ছেলেটি খুব শিক্ষিত নয়। সামান্য দিনমজুর। সেই দিনমজুর ছেলেই প্রতিদিন সকালে মাকে খাইয়ে কাজে যায়। দুপুরে ফিরে এসে মাকে স্নান করিয়ে খাবার খাইয়ে নিজে খাবার খায়। মায়ের সেবায় নিমগ্নতার কারণে ছেলেটি এখনো বিয়ে-সংসারও করেনি। হাঁ খবরটি মাতৃভক্ত এক সুখী পুত্রেরও। জানলে, পড়লে হৃদয় ভিজে আসে। শাশ্বত মানবিক সম্পর্কের কী হৃদয়ছোঁয়া উপমা! মাতৃভক্তিতে 'বীরত্বের' দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী এই বীরেন্দ্রের প্রতি আমাদের অভিনন্দন! আট কিলোমিটার পথ পাড়ি দেন বীরেন্দ্র তার মাকে 'মাথায়' নিয়ে। দীর্ঘ প্রায় সাত বছর ধরে। তার মনোভাব বলে, যতদিন তার মা জীবিত থাকবেন, তিনি এভাবে পথপাড়ি

দিয়েই যাবেন। এমন ত্যাগী ও দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী মানুষের জন্য আমাদের মনে আরও কিছু শুভ-প্রত্যাশার কথা জাগ্রত হতেই পারে। আমরা তাই আল্লাহর দরবারে দুআ করি, বীরেন্দ্র যেন জীবনের সবচেয়ে সরল ও শাশ্বত শান্তির পথটিতে বিচরণেরও তাওফীক লাভ করেন।

সাদা ও কালো। জীবনের দুরকম প্রবণতাই মানুষকে ধাবিত করতে পারে। শাশ্বত সুন্দর সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রেও দেখা যায় মানুষের আচরণ সব সময় কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে থাকে না। কখনো অনেক নীচে নেমে যায়। কখনো উজ্জ্বলতায় অনেক উপরেও উঠে আসে। নীচে নামার গল্পগুলো সমাজসংসারকে নিশ্চিতভাবেই দূষিত করে। পক্ষান্তরে উপরে যাওয়ার গল্পগুলো সমাজকে সুখী করে, অনুপ্রাণিত করে, সুন্দরের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

মা-পেটানো 'শিক্ষক' অপূর্বলালের অন্ধকার গল্পের পাশেই দিনমজুর মাতৃভক্ত বীরেন্দ্রনাথের উজ্জ্বল গল্পটি আমাদেরকে স্বস্তি দিল। ইতিবাচক সে গল্পটিতেই আমরা শেখার ও অনুসরণের অনেক কিছু পেলাম। মায়ের জন্য সর্বাত্মক সেবা তো তার আছেই। তার সঙ্গে আছে ঘর-সংসার না করে মায়ের জন্য নিজেকে পুরোপুরি নিমগ্ন রাখার মতো 'বে-হিসাবী' শ্রদ্ধাও। পার্থিব বিচার ও প্রতিবেশ তুলনার সমাজে এই ত্যাগী দৃষ্টান্তের সুফল অনেক। এই যন্ত্র ও দ্বন্দ্বের জড় দুনিয়ায় এ যেন প্রাণের একটি স্ফুলিঙ্গ। একই সঙ্গে এ কথাও স্মরণযোগ্য যে, এ সমাজে এরকম প্রাণবান বহু মা-পুত্রের গল্প এখনো সজীব। আলহামদুলিল্লাহ! সেসব প্রতিটি গল্পই অবশ্য গণমাধ্যমের সাক্ষাৎ পায় না। এবং কখনো কখনো ইচ্ছা করেও সেসবের জানান দেওয়া হয় না। কিন্তু আমরা আড়ালে ও সামনে থাকা এইসব উজ্জ্বল গল্পের মানুষদের দিকেই তাকিয়ে থাকতে চাই। ■

জুন-জুলাই ২০১৫

> ৮ ডিসেম্বর ২০১৫-এর খবর। শতবর্ষী উষা রানী পরলোকে চলে গেছেন। বীরেন্দ্রনাথ এখনো বহন করছেন মাতৃসেবার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

ছোট কেয়ামতের 'আপন ভুবন'

'সেদিন মানুষ পালিয়ে যাবে তার ভাইয়ের কাছ থেকে, তার মায়ের কাছ থেকে, তার বাবার কাছ থেকে, তার সঙ্গিনীর কাছ থেকে এবং তার সন্তানের কাছ থেকে...।' পবিত্র কুরআনের এই তাৎপর্যপূর্ণ বাণীতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কেয়ামত দিবসের চিত্র। সেদিন কেউ যে কারও পাশে দাঁড়াতে চাইবে না, সবাই আপন আপন চিন্তায় বিভোর থাকবে—এরই এক কঠোর চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে এ আয়াতে।

যদিও এ চিত্রটি মহা-কেয়ামত দিবসের, কিন্তু দুনিয়াতে সংঘটিত ছোট কেয়ামতের (বড় দুর্যোগ ও বিপদ-আপদ) সময়েও মানুষের জীবনে এ কঠোর তিক্ততা সত্য হয়ে ধরা দেয়। বন্ধন ও মায়াময় পার্থিব জীবনে কেয়ামত দিবসের 'আপনচিন্তায় বিভোর' হয়ে আপনজনদের ভুলে যাওয়ার কুরআনিক উপমাটি অনেকের কাছে কিছুটা দুর্বোধ্য মনে হয়ে থাকে অনেক সময়। দুর্বল সংশয়ী মনে কৌতূহল জাগে—মানুষ কি এভাবে নিজের লোকদের ছেড়ে পালাবে আসলে! কেয়ামতের দিনে কি মানুষ এতটাই 'অপরিচিত' ও আপনভোলা ও 'নিজের নিজের' হয়ে যাবে! এও কি সম্ভব! সেই কেয়ামত দিবসের কথা এটি।

যদিও এ চিত্রটি মহা-কেয়ামত দিবসের, কিন্তু দুনিয়াতে সংঘটিত ছোট কেয়ামতের (বড় দুর্যোগ ও বিপদ-আপদ) সময়েও মানুষের জীবনে এ কঠোর তিক্ততা সত্য হয়ে ধরা দেয়।

অথচ ছোট কেয়ামতেই মানুষের এরকম রূপ ধরা পড়ে যায়। নিজের বাঁচার আকুতির সামনে তুচ্ছ হয়ে যায় নাড়ীর বন্ধন। যখন-তখন। মুহূর্তের মধ্যেই। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বুড়িগঙ্গায় বেদনাদায়ক লঞ্চ দুর্ঘটনার সময় এরকম একটি ঘটনার খবর প্রকাশিত হয়েছে।

সদরঘাট থেকে ছেড়ে লঞ্চটি যখন বুড়িগঙ্গা সেতুর কাছে পৌঁছে তখনই একটি মাটিকাটা ট্রলারের ধাক্কায় লঞ্চটি টাল খেয়ে তলিয়ে যায়। এ কারণে প্রায় অর্ধশত মানুষের সলিল সমাধি ঘটে। সে দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে বেশি সংখ্যকই ছিলেন নারী ও শিশু। কোনো কোনো মানুষের গোটা পরিবারই পানিতে ডুবে মারা যায়। সর্বহারা সেসব মানুষের বুকফাটা আর্তনাদে বাতাস ভারী হয়ে যায়। এ দুর্ঘটনায় কোনো মতে জীবনে বাঁচা এক নারী ছিলেন রীতা বেগম। তার সম্পর্কে ২৯ ফেব্রুয়ারির একটি দৈনিক রিপোর্ট করেছে—লঞ্চের যাত্রী রীতা বেগম সাঁতরে কোনো মতে জীবন বাঁচিয়েছেন। গতকাল বিকেলে *দৈনিক সমকালের* কাছে আহাজারি করতে করতে জানালেন, কোলে থাকা ১০ মাসের শিশুপুত্র রেদোয়ানকে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। সে বেঁচে আছে কি না তা তিনি জানেন না। তবে তার সঙ্গে থাকা শাশুড়ি জয়নব বিবির লাশ তিনি খুঁজে পেয়েছেন। তাদের বাড়ি মুন্সিগঞ্জের বালিগাঁও। সেখানেই তারা যাচ্ছিলেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর পাওয়া গেল, রীতা বেগমের ১০ মাসের শিশুপুত্র রেদোয়ান বেঁচে আছে। লঞ্চের অপর যাত্রী আবুল হোসেন সাঁতরে তীরে উঠার সময় শিশুটিকে উদ্ধার করেন।'

এ রিপোর্টে রীতা বেগম নামের এক মায়ের যে ঘটনাটি উঠে এসেছে তা আসলে জীবনের ডাকে, বাঁচার আকুতিতে ব্যাকুল আর তীব্র অসহায় এক মায়ের আচরণ। এ কোনো 'হঠাৎ নিষ্ঠুর' মায়ের গল্প নয়। মা হিসেবে তার হৃদয়েও হয়তো জগৎসমান মমতা ছিল। কিন্তু অসহায়ত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করেই সন্তানকে ফেলে দিয়ে নিজে সাঁতার শুরু করেছিলেন।

আল্লাহর ইচ্ছায় সে সন্তান পানিতে ডুবে মরেনি। প্রাপ্তবয়স্ক সাঁতার জানা মানুষের কেউ কেউ যেখানে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন সেখানে অবুঝ ও জীবন থেকে নিক্ষিপ্ত এ শিশুটির জীবন বাঁচানোর ব্যবস্থা আল্লাহ করে দিয়েছেন। আরেক ডুবন্ত যাত্রীর সাঁতরে উঠার সময় তার মনে ঢেলে দিয়েছেন শিশুটিকে রক্ষার আবেগ। আবুল হোসেনের হাতে শিশু রেদোয়ানের জীবন

এভাবে পাড়ে উঠিয়ে আনলেন তিনিই। খোদায়ী কারিশমার এ এক অনন্য নিদর্শন। অথৈ পানিতে ফেলে দেওয়া সন্তান এভাবে আবারও খুঁজে পেল এক সাগর অনুশোচনায় দগ্ধ তার মায়ের কোল।

আল্লাহ বাঁচিয়ে দিয়েছেন বলেই শিশুটিকে আবারও ফিরে পেয়েছেন মা। কিন্তু এ ঘটনায় এ কঠোর সত্য ফুটে উঠল যে, 'আপনা জান বাঁচানোর' তীব্র অসহায় আকুতির সময় মানুষের সামনে কঠোর ও নির্মম এক জগতের দৃশ্য রচিত হয়। সেটা এই মায়াময় দুনিয়াতেই হয়। ছোট, অতি ছোট কেয়ামতের সময়েই হয়। তাই আসল কেয়ামতের সময় এমন ঘটনা ঘটা প্রচণ্ড প্রাসঙ্গিক। ঘটবেই। পবিত্র কুরআন তো তাই বলেছে। এজন্য দুনিয়ার মায়ার ভুবনেই সবার পরকালীন 'আপন ভুবন'টি নিরাপদ করার চেষ্টায় কালবিলম্ব না করা উচিত। ■

এপ্রিল ২০০৮